ফিরে আসার আনন্দ

বিশেষ সম্পাদকীয়

সুপ্রিয় পাঠক, দীর্ঘ চার সপ্তাহ পর নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাতে সত্যি খুবই বিব্রতবোধ করছি, আমি মনে করি বাসি ফুল দিয়ে দেবতার পুজো হয়না। তাজা ফুলে দেবতাকে তুষ্ট করতে হয়। তবে সান্তনা এই, সাময়িক বিদায়ের আগে আমার শেষ লেখাটিতে আমি সকল পাঠক, লেখক ও গুনগ্রাহীদেরকে নববর্ষের 'অগ্রীম শুভেচ্ছা' জানিয়েছিলাম। লেখক ও পাঠকরা আমাদের কাছে দেবতুল্য। তাদের ভালোবাসা, আলোচনা, সমালোচনা ও আর্শীবাদে কর্ণফুলী আজ এতটুকু এগিয়েছে। আমরা জেনে আনন্দিত যে, সিডনী সহ অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন বাংলাদেশী সমাবেশ, এমনকি ঘরোয়া 'দাওয়াতি পার্টি' গুলোতেও কর্ণফুলীর বিভিন্ন লেখা ও প্রতিবেদন নিয়ে প্রতিনিয়ত আলোচনার ঝড় উঠে থাকে। পাঠকদের সাথে কর্ণফুলীর এই আনোখা বান্ধন শ্রদ্ধার সাথে মনে করার মতো।

আমাদের সাময়িক অনুপস্থিতি পাঠকদের মাঝে যে হাহাকার সৃষ্ঠি করেছিল তা ভেবে যতটুকু না লজ্জিত ছিলাম তার চে বেশী আমরা গর্বিত অনুভব করেছি, আনন্দে উদ্বেলিত হয়েছি। অতি স্নেহভাজন ও শ্রদ্বেয় অনেকে আমি প্রবাসে অবস্থানকালে সরাসরি আমার মোবাইলে ফোন করে জানতে চেয়েছেন, কবে ফিরছি, কবে আবার স্রোতস্বিনী কর্ণফুলী অষ্ট্রেলিয়ার বুকে বইতে শুরু করবে। কয়েকটি দেশে স্বপরিবারে ঝটিকা ভ্রমনে পরিশ্রান্ত ও রোমিং খরচের বিড়ম্বনায় টেলিফোনে আলাপ দীর্ঘায়িত না করে অনেক সময় তাদেরকে 'ধন্যবাদ'টুকু জানাতেও ভুলে গেছিলাম। সেই সকল পাঠকদের প্রতি রইল আমার অগাধ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা, যারা মনের গভীর থেকে কর্ণফুলীর অনুপস্থিতি অনুভব করেছিলেন, দুদন্ড ভেবেছিলেন কর্ণফুলীকে নিয়ে।

গভীর বরফে ঢাকা দুর্গম গিরী পথে ভারত সংলগ্ন তিব্বতের বিতর্কিত ও উত্তেজনাময় রাজনৈতিক এলাকা সহ সিকিম, ভুটানের প্রকৃতির মরনফাঁদ সম কিছু এলাকা ভ্রমন করতে গিয়ে নন্দলালের মত ভেবেছিলাম অষ্ট্রেলিয়াতে নিজগৃহে হাত পা গুটিয়ে বাকি জীবন নিরাপদভাবে বসে থাকাই উচিত ছিল, হায় ইশ্বর আর বুঝি ফেরা হবেনা। একক মৃত্যুতে আমি কখনো শঙ্কিত ছিলাম না, কিন্ত স্বপরিবারের কথায় ছিলাম সর্বদা উৎকণ্ঠিত। মাত্র এক সপ্তাহর মধ্যে হঠাৎ সিদ্ধান্ত পাল্টে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপাঞ্চলে না গিয়ে প্রাকৃতিক দৈত্য হিমালয়ের পাদদেশ ও তিস্তা নদীর উৎস স্থল ভ্রমন করতে এসে বন্ধুর পথে ঐ গিরী খাদের গভীরতা দেখে প্রতি মুহুর্তে মৃত্যু আতঙ্কে আমি অনুশোচনা করেছিলাম। তেত্রিশ দিনের 'হ্যারিকেন ট্যুর' শেষে সিডনীতে আমাদের বায়ুযানটি যখন নিরাপদে অবতরন করলো, তখন গায়ে চিমটি কেটে নিজের সজীবতা পরখ করে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম। বিদেশ-বিভুঁইয়ে অজানা, অচেনা স্থানে ঘুরে পুনরায় সুস্থ ও নিরাপদে ঘরে ফিরে আসার আনন্দ দু-কথায় বয়ান করার মত নয়। তবে আমার এই দুঃসাহসিক ভ্রমন নিয়ে 'তেত্রিশ দিনে তিন দেশ' নাম দিয়ে ধারাবাহিক একটি সচিত্র ট্র্যাভেলগ লেখার কথা আমি ভাবছি। এই ভ্রমনকাহিনীটি এখন মানসিকভাবে প্রস্তুতির পথে এবং আগামী কয়েক হপ্তার মধ্যে কর্ণফুলীর অগনিত বিশ্ব-পাঠকদের জন্যে তা পাক্ষিকভাবে প্রকাশ করা হবে।

কর্ণফুলী পুণঃপ্রকাশনার অপেক্ষায় ছয় হপ্তা ধৈর্য্য নিয়ে বসে থাকা আমাদের বিদগ্ধ পাঠক ও গুনী লেখকদের প্রতি পুনরায় আমার অজচ্ছল ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা রইলো। কৃষ্ণচুড়ার রঙে রঙিন ভাষাশহীদের এই মাসটিতে তাদের জন্যে রইলো একবুক রক্তিম শুভেচ্ছা।

সম্পাদক, কর্ণফুলী, ০২/০২/২০০৮